



176030 - যবে ব্যক্ৰ্তি সন্তান লালন-পালনবে কাঠনিযবে কথা শুনবে বযিবে কবতে ভয় পাচ্ছনে

প্রশ্ন

আমার সমস্যা হল বযিবে সংক্রান্ত। আমার বয়স এখন ২৯ বছর হতে চলছে। যদিও আমি চাকুরীজীবী; কনিতু এখনও বযিবে কবনি। আমার বযিবে করার সামর্থ্য আছে। কনিতু ইয়া শাইখ! যখন আমি বযিবে নানান জটলিতার কথা শুনি এবং সন্তান প্রতিপালন করার ব্যাপারে শুনি যবে, খুব কঠনি ব্যাপার। যখন পতিমাতার প্রতি সন্তানদবে অবাধ্যতা ও সন্তানদবে নযিবে নানারকম সমস্যার ঘটনাগুলো শুনি বা পড়ি তখনই আমি বযিবে কবা থেকে পছযিবে আসি। উল্লেখ্য, ইনশাআল্লাহ, আমি আমার পতিমাতার প্রতি সদাচারী সন্তান। আমি এটা জানতে পবেছেই আমার জন্য আমার পতিমাতার দযোয়া কবা থেকে। আমার পতি আমাকে বলছেন যবে, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। আলহামদু লিল্লাহ; আল্লাহ যবে আমাকে তোমার মত সন্তান দযিচ্ছেনে। আমার পতিমাতা চান যবে, আমি বযিবে কবি। কনিতু যখনই আমি বযিবে কবতে অগ্রসর হই তখনই আমি প্রচণ্ড ভয় অনুভব কবি। আমার মনে হয় বযিবে কবা ছাড়ই আমি ভাল আছি। কনিতু, আমি আমার পতিমাতার ব্যাপারটি ভাবছি যবে, তারা আমাকে নযিবে খুশি হতে চায়। এই দুনিয়াতে প্রথমতঃ আমি চাই যবে, কভিবে যথা সমযে নামায আদায় কবব। দ্বিতীয়তঃ চাই যবে, কভিবে আমি পতিমাতার প্রতি তীব্র সদাচারী হব।

প্রযি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শয়তান যবে ফাঁদগুলোতে কছি মানুষবে নমিজ্জতি কবে তার মধ্যবে একটি হল বাতলিবে লপি্ত হওয়ার ভযে হক্ককে বর্জন কবা। খারাপটাকে প্রতিহত কবতে গযিবে ভালোটাব ব্যাপারে ক্ছতা সাধন কবা। অকল্যাণে নমিজ্জতি হওয়ার ভযে কল্যাণ থেকে দূবে থাকা। এটি শয়তানবে একটি ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা)। এর মাধ্যমে শয়তান চায় যবে, মানুষকে আল্লাহর পথে আগযোনদবে সযোপানে উন্নীত হওয়া থেকে নবিস্ত কবা; অনকেই ধ্বংস হযে গেছে এই ওজুহাত তযোলাব মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা আমাদবেকে তাঁর উপর তাওয়াক্কুল (নবিশ্বব) করার, কব্রমে অগ্রসর হওয়ার ও পরশ্রম করার নবিশ্ববে দযিচ্ছেনে। তিনি আমাদবে আমল কবুল কবনে এবং আমাদবে কসুর মার্জনা কবনে।

আপনার জন্য নসহিত হচ্ছবে—আপনি সন্তান প্রতিপালনে ব্যর্থ যাবা তাদবে নমুনাব দকিবে তাকাবনে না। যাতবে কবে, এ চত্রিগুলো আপনাব উপর আধিপত্য বসিতাব কবতে না পারবে; শেষে আপনি এর থেকে নজিকেবে ছুটাবে পারবনে না। কনিতু, আপনি নশিচনিত মনে আশাবাদী হযে জীবনে দকিবে অগ্রসর হবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশাবাদতিকবে পছন্দ কবতনে। দুনিয়াবী কোন কল্যাণ অর্জনবে সংবাদ শুনলে তিনি খুশি হতনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবে আদর্শই হচ্ছবে পূর্ণাঙ্গ ও সব্বযোত্তম আদর্শ। তিনি নাবীদবেকে বযিবে কবছেন, সন্তান জন্ম দযিচ্ছেনে, দাম্পত্য জীবনে



সমস্যা মোকাবেলা করছেন, সন্তান লালন-পালন করছেন। সুতরাং বয়সে করা থেকে বরিত না থেকে এগুলো করা মানুষের জন্য কল্যাণকর ও অধিক সওয়াবময়। অতএব, আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শে বপিরিত করবেন না।

আপনি সন্তানদেরকে নেককার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করবেন। সন্তান প্রতিপালনের পদ্ধতিগুলো জানেন নবিনে। এ বিষয়ে ব্যাপক পড়বেন যাতে করে বিষয়টির উপর আপনার যথেষ্ট জ্ঞান থাকে। যদি আপনি একটিনেককার পরিবার ও নবুয়তী আদর্শে আদর্শবান প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারেন তাহলে আপনি মহা সফলতা অর্জন করলেন এবং সদকায় জারিয়া রাখেন। মৃত্যুর পরেও আপনি সটোর নয়ামত পতে থাকবেন। আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: এক নারী তার দুই ময়ে নিয়ে আমার কাছে এসে ভিক্ষা চাইল। মহলিটি আমার কাছ থেকে একটা খজুর ছাড়া আর কিছু পলে না। আমি তাকে খজুরটি দলি। সে খজুরটি তার দুই ময়ের মাঝে ভাগ করে দলি, নিজেকে কিছু খলে না। এরপর উঠে চলে গলে। ইতিমধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলেন এবং আমি তাঁকে ঘটনাটি বললি। তিনি বললেন: "কটে যদি এ ময়েদেরকে নিয়ে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তাহলে এ ময়েরো কয়ামতের দলি তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে আড়াল হবে"। [সহি বুখারী (১৪১৮) ও সহি মুসলিম (২৬২৯)]

উকবা বনি আমরে (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তির তলিজন ময়ে আছে, সে ময়েদেরে ব্যাপারে ধরৈয় ধারণ করে এবং তার সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের ভরণ-পোষণ করে— এ ময়েরো কয়ামতের দলি তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে আড়াল হবে"। [সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৬৬৯), আলবানী 'সহি ইবনে মাজাহ' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহি বলছেন]

ইরাক্বী (রহঃ) বলেন: الإحسان إلهين (তাদের প্রতি ইহসান করা) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্চে—তাদেরকে সুরক্ষা করা, তাদের ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য যা প্রয়োজন সটো প্রদান করা। তাদের স্বার্থটা দেখো। তাদের জন্য যা কিছু শখো আবশ্যকীয় তাদেরকে সটো শক্সা দেওয়া। যা কিছু বাঞ্ছিত নয় সটোর কারণে তাদেরকে ধমক দেওয়া ও শাস্তি দেওয়া। এ সবকছু ইহসানের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি প্রয়োজন হলে যদি ধমক দেওয়া হয় বা মারা হয় সটোও। ব্যক্তির উচিত এক্ষেত্রে নিজেরে নয়িতকে আল্লাহর জন্য একনষ্টি করা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করা। কেননা আমলসমূহ ধর্তব্য হয় নয়িতরে ভিত্তিতে। তাদের প্রতি ইহসানেরে পরপূর্ণতা হল— তাদের ব্যাপারে বরিক্তি, উদ্বগ্নিতা, অবজ্ঞা ও সংকোচন প্রকাশ না করা। কারণ এগুলোর প্রকাশ ইহসানকে মলনি করে দবিলে।

হাদিসেরে কথা: كن له سترًا من النار (তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে আড়াল হবে): অর্থাৎ আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখার ক্ষেত্রে তারা কারণ হবে এবং জাহান্নামে প্রবশে করা থেকে রক্ষা করবে। নঃসন্দহে যে ব্যক্তির জাহান্নামে প্রবশে করবে না; সে জান্নাতে প্রবশে করবে। যহেতু জান্নাত ও জাহান্নাম ছাড়া আর কোন আবাসস্থল নেই। সহি মুসলিমেরে যে বর্ণনাটি আমরা উদ্ধৃত করছি তাতে এর সপক্ষে প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা



ঐ নারীর উক্ত কর্মের কারণে তার জন্য জান্নাত অবধারতি করে দিয়েছেন। হাদিসে ময়েদেরে কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যাহেতে ময়েরো দুর্বল, তাদরে পরিস্থিতি মোকাবেলার ক্ষমতা কম, তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তাদরে সুরক্ষা প্রয়োজন এবং তাদরে পছন্দে খরচাদি বেশী লাগে। তাছাড়া অনেকে মানুষ তাদরেককে বোঝা মনে করে ও অবজ্ঞা করে; যটো ছলেদেরে বলোয় করে না। কারণ উল্লেখিত দিকগুলোতে ছলেরো ময়েদেরে বিপরীত।

তবে, হাদিস থেকে এমনটি বুঝারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ কথাটি শুধু বিশেষ ঐ ঘটনার ক্ষেত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। সটো ছাড়া এ বাণীর আর কোন মাফহুম (নির্দেশনা) নহে। ছলেদেরে ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।[তারহুত তাসরিবি (৭/৬৭)]

আরও জানতে দেখুন: 82968 নং ও 146150 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।